দৈনিক খবর

তারিখ ... 3 ... MAY 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 6 কলাম 4 ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

059

02

বিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে জটিলতা

।।এএএমহেলালউদ্দিন।।

চাঁদপুরঃ প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে চাঁদপুর সদর উপজেলার ১৩১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ১৯৮৫ সালে বিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতির রুটিন চালু করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর-এর নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষের গাফলতির কারণে এ পদ্ধতির রুটিন পুরোপুরি চালু হচ্ছে না। অথচ পরীক্ষামূলক এ পদ্ধতির সফলতা ও গ্রহণওযাগ্যতা সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। তারপরও বিভিন্ন কারণে এ রুটিন পালন না করায় এখন একই উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে দু'প্রকার রুটিন চালু রয়েছে।

বিদ্যালয়ে এসে প্রতি ঘন্টায় শিক্ষকের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করার সাথে সাথে তা মুখস্ত বা আয়ত্ত করা এবং এভাবে বিদ্যালয়ের পড়া বিদ্যালয়েই শেষ করে বাড়ীতে ফেরার পর প্রয়োজনে পিতা-মাতা বা অভিভাবককে সংসারের কাজকর্মে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতির উদ্ভাবন হয় বিদ্যালয়ের সনাতন ৩৫/৪০ মিনিটের পিরিয়ডের স্থলে ৬০ মিনিটের ঘন্টা হচ্ছে এ পদ্ধতির রুটিনের মূর দিক।

বিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষা সমিতির মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইব্রাহিম সোবহান দীর্ঘদিন গবেষণার পর দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ক্রমবর্ধমান অচলাবস্থা ও শিক্ষাদানের ত্রুটি লক্ষ্য করে এ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের অনুমতিক্রমে প্রাথমিক পর্যায়ে চাঁদপুরসহ দেশের ১১টি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে এ পদ্ধতি চালু হয়। প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর-এর মহাপরিচালক জহিরুল ইসলাম ভূঁইয়াও নিজস্ব উপজেলা নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার ও সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী গোলাম সারওয়ারের নিজস্ব উপজেলা মানিকগঞ্জের ঝিঙ্গাইর উপজেলায়ও এ পদ্ধতি চালু করা হয়। এর আগে প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর-এর মহাপরিচালকের অনুমতিক্রমে বিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষা সমিতির মহাপরিচালক ইব্রাহীম সোবহান ১৯৮৫ সালের ১৫, ১৬ ও ১৭ই এপ্রিল চাঁদপুর সদর উপজেলার ১৩১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান মিক্ষকদের ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ দেন। প্রশিক্ষণ শেষে সকল শিক্ষকই এ শিক্ষা পদ্ধতি মূল্যায়ন করে এর সফলতার ব্যাপারে আশা ব্যক্ত করে লিখিতভাবে সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

চাঁদপুরের ১৩১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৮৫ সালে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এ পদ্ধতি চালু হয়। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসনের চেকআপের কারণে ধীরে ধীরে বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি হলে ১৯৮৬ সালে বিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতিকে ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত করা হয়। এতে দেখা যায়, চাঁদপুর সদর উপজেলার কতিপয় প্রাথমিক বিদ্যায়ে টেকস্ট বুক বোর্ডের রুটিন আবার অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে। একই উপজেলায় দু'প্রকার রুটিন অনুসৃত হওয়ায় উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ বিদ্যালয় পরিদর্শনে গেলে সমস্যার সম্মুখীন হন এবং সঠিক মূল্যায়ন করতে ব্যর্থহন।

বিপুল সার্থকতা থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় প্রশাসনের অবহেলার কারণে এ পদ্ধতির রুটিন নিয়মিত সঠিকভাবে পালন না করায় প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের মহা পরিচালক (স্মারক নং ১৯৩৬২/১৬, প্রাই, তাং ২-১১-৮৬ইং) চাঁদপুর সদর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতির রুটিন মোতাবেক সদর উপজেলার চালুকৃত বিদ্যালয়ে এ পদ্ধতি পরিচালনা ও বিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষা সমিতিকে সকল প্রকার সহযোগিতা করার জন্য নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ পাওয়ার পর উপজেলা শিক্ষা অফিসার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্ট বোর্ড নির্দেশিত রুটিন ও বিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষা সমিতি কর্তৃক নির্দেশিত রুটিন বাস্তবায়নের উপর এক সেমিনারের আয়োজন করেন গত ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ সালে। এতে বিভিন্ন পর্যালোচনার পর বিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতির রুটিনের সফলতার ব্যাপারে অধিকাংশ শিক্ষক একমত হন এবং রুটিনের উপর মতামত সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে।